

## ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১১তম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী :

সভাপতি	:	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	১৮/০৬/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ০৩/১০/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	বিকাল ০৩ : ০০ টা
স্থান	:	গুলশান সেন্টার পয়েন্ট প্লট নংঃ ২৩-২৬, লেভেলঃ ৯, রোড নংঃ ৯০, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

মাননীয় মেয়র সভার শুরুতে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম সঠিক ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। কাউন্সিলরবৃন্দ ডিএনসিসি'র উন্নয়ন কাজে সার্বিক সহায়তা দেয়ার কারণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মাননীয় মেয়র বলেন, গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকায় ডিএনসিসি'র জমি উদ্ধারের কাজ চলছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ডিএনসিসি নিজস্ব জায়গা উদ্ধারে কোন ছাড় দেয়া হয়নি। কেউ কেউ ডিএনসিসি'র জায়গা ৩০-৪০ বছর যাবৎ দখল করে রেখেছে। ডিএনসিসি প্রথমত: আলোচনার মাধ্যমে ডিএনসিসি'র জায়গা ফেরত না পেলে পরবর্তীতে প্রয়োজনে উচ্ছেদ করা হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৯৬% রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ কাজ করা হবে। অতঃপর মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১০ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	বিগত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১০ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার জন্য আলোচনা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১০ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১০ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হলো।	
০২.	১০ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১০ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১০ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়নাবধীন আছে তা যথাযথ তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে মর্মে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	১০ম কর্পোরেশন সভার যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়নাবধীন আছে তা যথাযথ তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে।	১০ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত মতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																																
০৩.	ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর সালামী পুণ: নির্ধারণ সংক্রান্ত	<p>উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারওয়ান বাজার ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন/স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ৩টি মার্কেট নির্মাণের জন্য একনেক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৩টি মার্কেটে নিম্নরূপ সংখ্যক ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন/স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>১। আমিন বাজার (গাবতলী) = ৫৪৯টি            ২। যাত্রাবাড়ী মার্কেট = ৮৯৫টি            ৩। মহাখালী মার্কেট = ৩৬০টি</p> <p>২। একনেকের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত ৩টি মার্কেটের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তিনটি মার্কেটের মধ্যে ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং দোকানের সালামী নির্ধারণ করা হয়েছিল সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-টাকা এবং সর্ব নিম্ন ১৮,০০০/-টাকা। দোকানগুলো বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত পর পর চারবার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় এবং বিলবোর্ড ও টিভি স্ক্রোলেও বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রায় ১৫০০ আবেদন ফরম বিক্রি হলেও আবেদন জমা পড়েছিল মাত্র ২৪টি। বিধি মোতাবেক ২৪ জনকে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ৩ জন সমুদয় টাকা ফেরত নিয়েছে। এহেন অবস্থায় কেন দোকান বিক্রি করা সম্ভব হলো না তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়। উপ কমিটি দোকানের সালামী পুনঃবিবেচনা /পুনঃনির্ধারণ করার সুপারিশ করে। একইভাবে ৫ম কর্পোরেশন সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে সকল সদস্য সর্বনিম্ন ১২০০০/-টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫০০০/-টাকা সালামী নির্ধারণের জন্য মতামত প্রদান করেন।</p> <p>৩। সে প্রেক্ষিতে গত ০১/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর সালামী পুণ: নির্ধারণের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সালামী ও ভাড়া পুনঃনির্ধারণের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ-</p> <p>সুপারিশ-১ঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রম</th> <th>ফ্লোর</th> <th>বিদ্যমান সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)</th> <th>সুপারিশকৃত সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)</th> <th>বিদ্যমান মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)</th> <th>সুপারিশকৃত মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>বেইজমেন্ট</td> <td>২০,০০০/-</td> <td>১২,০০০/-</td> <td>৩০/-</td> <td>২০/-</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>প্রাউন্ড ফ্লোর</td> <td>২২০০০/-</td> <td>১৬,০০০/-</td> <td>৩০/-</td> <td>২৫/-</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>২য় তলা</td> <td>২৫০০০/-</td> <td>১৬,০০০/-</td> <td>৪০/-</td> <td>৩০/-</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>৩য় তলা</td> <td>২৫০০০/-</td> <td>১৫,০০০/-</td> <td>৪০/-</td> <td>৩০/-</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>৪র্থ তলা</td> <td>২৩০০০/-</td> <td>১৪,০০০/-</td> <td>৪০/-</td> <td>৩০/-</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>৫ম তলা</td> <td>২২০০০/-</td> <td>১৩,৫০০/-</td> <td>৩৫/-</td> <td>৩০/-</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>৬ষ্ঠ তলা</td> <td>১৮০০০/- ২০০০০/-</td> <td>১৩,০০০/-</td> <td>ফাস্ট ফুট ৩৫/- কমিউনিটি হল ৩৫/- অফিস স্পেস ৫০/-</td> <td>ফাস্ট ফুট ৩০/ কমিউনিটি হল ৩৫/ অফিস স্পেস ৪০/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>সুপারিশ -০২ : ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রাপকগণের অতিরিক্ত জমাকৃত সালামী সমন্বয় / ফেরৎ প্রদান করার সুপারিশ করা হলো।</p> <p>সুপারিশ -০৩ : ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর পুনঃনির্ধারিত সালামী অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সুপারিশ করা হলো।</p> <p>সুপারিশ -০৪ : পত্রিকায় পুনঃ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সুপারিশ করা হলো।</p> <p>গত ২৩/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম কর্পোরেশন সভায় এ বিষয়ে “(১) দোকান বরাদ্দ কমিটির গত ১২/১১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ধার্যকৃত দোকানের সালামী ও ভাড়ার হার বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং (২) ডিএনসিসি’র দোকান বরাদ্দ কমিটির ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ ১-৪ মতে দোকানের</p>	ক্রম	ফ্লোর	বিদ্যমান সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	সুপারিশকৃত সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	বিদ্যমান মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	সুপারিশকৃত মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	১	বেইজমেন্ট	২০,০০০/-	১২,০০০/-	৩০/-	২০/-	২	প্রাউন্ড ফ্লোর	২২০০০/-	১৬,০০০/-	৩০/-	২৫/-	৩	২য় তলা	২৫০০০/-	১৬,০০০/-	৪০/-	৩০/-	৪	৩য় তলা	২৫০০০/-	১৫,০০০/-	৪০/-	৩০/-	৫	৪র্থ তলা	২৩০০০/-	১৪,০০০/-	৪০/-	৩০/-	৬	৫ম তলা	২২০০০/-	১৩,৫০০/-	৩৫/-	৩০/-	৭	৬ষ্ঠ তলা	১৮০০০/- ২০০০০/-	১৩,০০০/-	ফাস্ট ফুট ৩৫/- কমিউনিটি হল ৩৫/- অফিস স্পেস ৫০/-	ফাস্ট ফুট ৩০/ কমিউনিটি হল ৩৫/ অফিস স্পেস ৪০/-	<p>১। ডিএনসিসি’র দোকান বরাদ্দ কমিটির ০১/০৬/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশকৃত সালামী ও ভাড়ার হার স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইনমালা, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী বিবেচনাস্তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।</p> <p>২। কারওয়ান বাজার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সাথে দোকান বরাদ্দের বিষয়ে Negotiate করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</p> <p>৩। ডিএনসিসি’র অবৈধ দখলাধীন জমি চিহ্নিত করে উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।</p> <p>৪। অবৈধ দখলাধীন জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে জমির মালিকানা ডিএনসিসি’র কিনা সে বিষয়ে আইনসম্মত পদ্ধতিতে নিশ্চিত হতে হবে।</p>	<p>১। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</p> <p>২। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</p> <p>৩। মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব (মাননীয় মেয়র এর সাথে আলোচনাক্রমে কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)।</p>
ক্রম	ফ্লোর	বিদ্যমান সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	সুপারিশকৃত সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	বিদ্যমান মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	সুপারিশকৃত মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)																																															
১	বেইজমেন্ট	২০,০০০/-	১২,০০০/-	৩০/-	২০/-																																															
২	প্রাউন্ড ফ্লোর	২২০০০/-	১৬,০০০/-	৩০/-	২৫/-																																															
৩	২য় তলা	২৫০০০/-	১৬,০০০/-	৪০/-	৩০/-																																															
৪	৩য় তলা	২৫০০০/-	১৫,০০০/-	৪০/-	৩০/-																																															
৫	৪র্থ তলা	২৩০০০/-	১৪,০০০/-	৪০/-	৩০/-																																															
৬	৫ম তলা	২২০০০/-	১৩,৫০০/-	৩৫/-	৩০/-																																															
৭	৬ষ্ঠ তলা	১৮০০০/- ২০০০০/-	১৩,০০০/-	ফাস্ট ফুট ৩৫/- কমিউনিটি হল ৩৫/- অফিস স্পেস ৫০/-	ফাস্ট ফুট ৩০/ কমিউনিটি হল ৩৫/ অফিস স্পেস ৪০/-																																															

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>সালামী ও ভাড়ার হার সর্ব সন্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>সে মতে সুপারিশ-৩ এর আলোকে ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর পুনঃনির্ধারিত সালামী অনুমোদনের জন্য গত ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪৬.২০৭.০০০.১০.০১. ১৬৯.২০১৬ নম্বর স্মারকমূলে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গত ৩০/০৮/২০১৬ তারিখে ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৭.০১৭.১৩ (অংশ-১)-৯০৮ স্মারকমূলে “ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মহাখালী মার্কেটের সালামী পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইনমালা, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।</p> <p>২৫ নং ওয়ার্ড এর সম্মানিত কাউন্সিলর শেখ মজিবুর রহমান বলেন, নাখালপাড়া এলাকায় ডিএনসিসি’র জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, সেখানে একটি বড় মার্কেটের কারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম চালাতে সমস্যা হচ্ছে। বর্ণিত বিষয়ে কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র বলেন ডিএনসিসি’র জমি জমি চিহ্নিত করে জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হবে।</p> <p>কাওরান বাজার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সাথে দোকান বরাদ্দের বিষয়ে Negotiate করতে হবে। প্রয়োজনে Adjust করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। মহাখালী মার্কেটের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর একমত পোষণ করেন।</p>		বাস্তবায়নকারী
০৪.	ডিএনসিসি’র নিজস্ব/জিওবিভুক্ত/বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নার্থে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন পরবর্তী অগ্রিম অর্থ প্রদান প্রসংগে	<p>সরকারের প্রচলিত বিধি/পরিপত্র মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্প ছাড়া নিজস্ব অর্থায়ন/জিওবিভুক্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি (কার্যাদেশ প্রদান) পরবর্তী অগ্রিম অর্থ (Advance Payment) প্রদানের সুযোগ নেই। তবে বোর্ড সভা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দিলে এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প/নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাত্মক উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতির তরাস্থিতকরণের স্বার্থে নির্বাচিত ঠিকাদারকে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।</p> <p>মাননীয় মেয়র বলেন, উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে কাজ করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠিকাদারদের নিকট থেকে ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে তাদের কাজে জন্য অগ্রিম বাবদ ১০%-১৫% টাকা বারাদ প্রদানের বিষয়ে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দের অভিমত জানতে চান। উপস্থিত সকল কাউন্সিলর স্থানীয় সরকারি বিভাগে পত্র প্রেরণের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।</p>	ডিএনসিসি’র নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের নিকট থেকে ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে ১০%-১৫% টাকা অগ্রিম বারাদ প্রদানের বিষয়ে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী
০৫.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন বিভিন্ন সেক্টরে BMDF এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত।	<p>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য BMDF এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে ‘প্রকল্প প্রস্তাব’ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও ড্রেন ক্লিনিং (খ) গুলশান করিডোর উন্নয়ন গ) সৌন্দর্য বর্ধন কাজ। ঘ) স্মার্ট সিটি/আইসিটি কার্যক্রম। ঙ) সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম। চ) LED লাইট স্থাপন কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে; যাহার জন্য BMDF এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে BMDF এর ৮০% অনুদান ও ২০% ঋন চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে ডিএনসিসি ১০% ইকুইটি দিতে হবে। BMDF এর মাধ্যমে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের জন্য বোর্ড সভায় নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে চূড়ান্তভাবে BMDF এ নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হবে।</p> <p>BMDF এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।</p>	BMDF এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৬.	জননিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনা	<p>সিটি কর্পোরেশন (স্থায়ী সরকার) আইন ২০০৯ এর ধারা ৫০ (১) বিধান অনুযায়ী ডিএনসিসির ১৪ টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আইনের- ৫০ (২) ধারায় বিধানে কর্পোরেশন সভায় সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনবোধে অন্য কোন বিষয়ের জন্যও স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারিবে। উক্ত বিধান মতে আরও ২টি সহ মোট ১৬টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও আইনের ৫২ ধারার বিধান মতে, “কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে কাউন্সিলগণের মধ্যে হইতে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করিতে পারিবে”। সন্ত্রাস নির্মূলে জনমত সৃষ্টি সংক্রান্ত কোন স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়নি। তাছাড়া, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলগণের দায়িত্ব ও কার্যবলী ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১২এর ৩ (গ) তে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলদের “সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ জননিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;” মর্মে দায়িত্ব প্রদান করা আছে।</p> <p>এমতাবস্থায়, বর্ণনার আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত ডিএনসিসি এর সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।</p> <p>কমিটির কার্যপরিধিঃ গঠিত কমিটি আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে চলমান সন্ত্রাস নাশকতা ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনমত গঠনে সোসাইটি, ব্যবসায়ী সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সামাজিক ও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে জনসাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিএনসিসির একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব দাখিল করবেন।</p> <p>বর্ণিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলগণের দায়িত্ব ও কার্যবলী ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১২এর ৩ (গ) মোতাবেক গঠিত কমিটি সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন পূর্বক কার্যকরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সম্মুখে এ বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে।</p> <p>কমিটি গঠন করা হলে, কমিটিতে আহ্বায়ক ও সদস্য হিসেবে কোন কোন কাউন্সিলরবৃন্দকে নিরূপণ করা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থাপন করেন।</p> <p>সম্মানিত কাউন্সিলরগণ মাননীয় মেয়র'কে কমিটি গঠন করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।</p>	<p>মাননীয় মেয়র জননিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে দিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	সচিব
০৭.	রূপনগর প্রধান সড়কে (শিয়ালবাড়ী রোড)-তে অবস্থিত একটি পারিবারিক কবরস্থান মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্থানান্তর করা।	<p>অঞ্চল-২ এর আওতাধীন রূপনগর প্রধান সড়কে (শিয়ালবাড়ী রোড)-তে অবস্থিত একটি পারিবারিক কবরস্থান মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে কবরস্থান মালিক, সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোবাক্কের চৌধুরী, অঞ্চল-২ এর নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা-এর উপস্থিতিতে ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে বিগত ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ</p> <p>সিদ্ধান্তঃ ১। সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোবাক্কের চৌধুরী, অঞ্চল-২ এর নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, সম্পত্তি বিভাগের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং কবর মালিকগণ ঈদ-উল-আযহার পূর্বে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শিয়ালবাড়ী রোড-এ অবস্থিত কবরস্থানটি স্থানান্তর করার লক্ষ্যে সমপরিমাণ বা ২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ বঃ ফুঃ জায়গা চিহ্নিত করবেন;</p> <p>সিদ্ধান্তঃ ২। পরবর্তীতে ডিএনসিসির বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে উক্ত পারিবারিক কবরস্থানটি মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিহ্নিত স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিত করা হবে।</p> <p>উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান পরিদর্শন করে কবরস্থান স্থানান্তরের জন্য সমপরিমাণ বা</p>	<p>১। রূপনগর প্রধান সড়কে (শিয়ালবাড়ী রোড)-তে অবস্থিত পারিবারিক কবরস্থানটি মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিহ্নিত ২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ বঃ ফুঃ জায়গাতে স্থানান্তর করতে হবে।</p> <p>২। ভবিষ্যতে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে উক্ত চিহ্নিত ২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ বঃ ফুঃ এলাকায় ডিএনসিসি'র অনুমোদন নিয়ে ঐ পরিবারের যে কোন ব্যক্তিকে দাফন করতে পারবেন।</p>	<p>১। প্রধান প্রকৌশলী</p> <p>২। প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা</p>

১২২

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ ব: ফু: জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।</p> <p>রূপনগর প্রধান সড়কে (শিয়ালবাড়ী রোড)-তে অবস্থিত পারিবারিক কবরস্থানটি মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিহ্নিত ২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ ব: ফু: জায়গাতে স্থানান্তর কার্যক্রমটি অনুমোদন করা যায়। ভবিষ্যতে স্থানটি মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে উক্ত চিহ্নিত ২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ বঃ ফুঃ এলাকায় ঐ পরিবারের যে কোন ব্যক্তিকে দাফন করতে পারবেন। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে উক্ত চিহ্নিত ২.৩৩৩ কাঠা বা ১৬৮০.৩০ বঃ ফুঃ এলাকায় কোন প্রকার বেড়া বা দেয়াল দেয়া যাবে না। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর একমত পোষন করেন।</p>	<p>৩। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে উক্ত চিহ্নিত এলাকায় কোন প্রকার বেড়া বা দেয়াল দেয়া যাবে না।</p>	
০৮.	<p>পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষিত রায়ের বাজার ডিএনসিসির মার্কেটের পুরাতন অবকাঠামো ও মালামাল নিলামে বিক্রয়ের জমাকৃত অর্থ ডিএনসিসি'র তহবিল হতে ফেরত প্রদান প্রসঙ্গে।</p>	<p>গত ০৪/০৬/২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটির সভায় আবেদনকারী সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। তার প্রদত্ত দর-৬৫,০০,৫০৫/- টাকায় বর্ণিত অবকাঠামো নিলামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নিলামের সমুদয় টাকা জমা প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয়।</p> <p>সর্বোচ্চ দরদাতা নিলামমূল্যের ৬৫,০০,৫০৫/-টাকা ও উক্ত টাকার উপর ১৫% হারে ভ্যাট ৯,৭৫,০৭৫/- টাকা ও ৩% হারে আয়কর ১,৯৫,০১৫/- টাকা সর্বমোট ৭৬,৭০,৫৯৫/- (ছিয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত পচানব্বই) টাকা জমা প্রদান করেন।</p> <p>সর্বোচ্চ দরদাতা (আবেদনকারী) কার্যাদেশ পাওয়ার পর কিছু মালামাল অপসারণ করে নেয়ার পর উক্ত মার্কেটের দোকান মালিক সমিতি কর্তৃক রীট পিটিশন নং ১০২৯৫/২০০৭, ১০৬৭৯/২০০৭ ও ২৫৯৩/২০০৮ দায়ের করেন।</p> <p>উক্ত রীট পিটিশন সমূহে নিশেধাজ্ঞা থাকার কারণে আর কোন মালামাল অপসারণ করতে না পারায় নিলাম ক্রেতা টাকা ফেরত প্রদানের জন্য গত ২৮/০২/২০১০ তারিখ আবেদন করেন।</p> <p>উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে কত অংশ অবকাঠামো অপসারণ করা হয়েছে এ মর্মে বাজার সার্কেলের মতামত চাওয়া হলে ৩৩.৭৩% ভাগ ভেঙ্গে অপসারণ করা হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।</p> <p>বাজার সার্কেলের মতামতে দেখা যায় যে বর্ণিত অবকাঠামোর ৩৩.৭৩% অংশ মালামাল অপসারণ করা হয়েছে। সে হিসাবে ৬৫,০০,৫০৫/- (পয়ষট্টি লক্ষ পাঁচশত পাঁচ) টাকার আনুপাতিক হিসাবে ২১,৯২,৬২০/- (একুশ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত) টাকার মালামাল অপসারণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট (৬৫,০০,৫০৫-২১,৯২,৬২০)= ৪৩,০৭,৭৮৫/- তেতাল্লিশ লক্ষ নয় হাজার আটশত পয়ত্রিশ) টাকার মালামাল বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত ৬৫,০০,৫০৫/- টাকা নিলাম মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্যসংযোজন কর ৯,৭৫,০৭৫/- (নয় লক্ষ পচাত্তর হাজার পচাত্তর) টাকা ও ৩% হারে আয়কর বাবদ ১,৯৫,০১৫/- (এক লক্ষ পচানব্বই হাজার পনের) টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে বিধায় তা কর্পোরেশন তহবিল হতে ফেরত দেয়া সম্ভব নয়।</p> <p>এদিকে নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নাদিম এন্টারপ্রাইজ জমাকৃত টাকা ফেরত চেয়ে না পাওয়ার ইতোমধ্যেই ক্ষতিপূরণ চেয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে একটি মানি মোকদ্দমা নং ১১/২০১২, যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত, ঢাকা কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন।</p> <p>তার সর্বশেষ দাখিলকৃত আবেদন পত্রে তিনি জানান যে, তিনি গুরুত্বের অসুস্থ। অর্থাভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন না এবং অর্থ ফেরত প্রদানের আশ্বাস পেলে তিনি তার পক্ষ হতে যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং ১১/২০১২, যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত, ঢাকা প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত আছেন।</p> <p>বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ</p> <p>(ক) আবেদন মতে অবশিষ্ট মালামালের অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য টাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আইন বিভাগের মতামত নেয়া হলে আইন বিভাগ গত ২০/০৭/২০১০ তারিখে (অনুচ্ছেদ ৩৭) জানান যে, কার্যাদেশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মতি সাপেক্ষে নোটিশের ৩১নং অনুচ্ছেদে</p>	<p>১। সংশ্লিষ্ট নিলাম ক্রয়কারী তার দায়েরকৃত ক্ষতিপূরণ মামলা প্রত্যাহার করে মহামান্য আদালতের আদেশের সার্টিফাইড কপি ডিএনসিসিতে দাখিল করলে পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষিত রায়ের বাজার ডিএনসিসির মার্কেটের পুরাতন অবকাঠামো ও মালামাল নিলামে বিক্রয়ের জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হিসেবে ৩৩.৭৩% মালামালের মূল্য বাবদ ২১,৯২,৬২০/- টাকা বাদে অবশিষ্ট (৬৫,০০,৫০৫-২১,৯২,৬২০)= ৪৩,০৭,৮৮৫/- টাকা কর্পোরেশন তহবিল হতে নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ট্রাস্ট চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হবে।</p> <p>২। নিলাম ক্রেতা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করে থাকলে বর্ণিত অর্থ তার বৈধ ওয়ারিশগণকে প্রদান করতে হবে।</p> <p>৩। বর্ণিত দরপত্রটি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।</p> <p>৪। মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন সমূহ নিষ্পত্তির পর পরবর্তীতে নিলামে বিক্রয়/ অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>উপস্থাপিত প্রস্তাব আয়কর ভ্যাট ব্যতীত জমাকৃত অর্থের ৩৩.৭৩% বাদে অবশিষ্ট ৬৬.২৭% অর্থ ৪৩,০৭,৮৮৫/- টাকা ফেরত দেয়া যায়। বাস্তবায়নের বিষয়ে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ইহাতে কোন আইনগত বাধা নেই।</p> <p>(খ) অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য ২য় আবেদন প্রাপ্তির পর ২য় বার আবারো আইন বিভাগের মতামত চাওয়া হলে বিজ্ঞ আইনজীবী তার গত ৩০/৪/২০১৫ তারিখের লিখিত মতামতে জানান যে, নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মানি মোকদ্দমা নং ১১/২০১২, তার নিজ খরচে (তার আবেদন অনুসারে) প্রত্যাহার করা হলে বাজার সার্কেলের প্রতিবেদন মূলে তার প্রাপ্য জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই।</p> <p>(গ) পরবর্তীতে বর্ণিত অবশিষ্ট অবকাঠামোর অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক সচিব মহোদয়কে আহবায়ক করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় (অফিস আদেশ নং ৪৬.২০৭ .০০০.১৩ .০২.৪৪১৮-২০০৮-৬৯৩ তারিখ ২৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ)।</p> <p>(ঘ) গত ৪/১১/২০১৫ তারিখ সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ</p> <p>“আবেদনকারি যেহেতু বর্ণিত অবকাঠামোর ৩৩.৭৩% মালামাল অপসারণ করার পর মামলাজনিত কারণে অবশিষ্ট মালামাল অপসারণ করতে পারে নাই, সেহেতু তার ক্ষতিপূরণের মামলা প্রত্যাহার সাপেক্ষে আনুপাতিক হিসাবে (১০০%- ৩৩.৭৩%)= ৬৬.২৭% অর্থাৎ (৬৫,০০,৫০৫-২১,৯২,৬২০)= ৪৩,০৭,৮৮৫/- টাকা ফেরত প্রদান করার বিষয়ে কমিটির সকলে একমত পোষন করছে। তবে যেহেতু বিষয়টি অর্থ সংক্রান্ত সেহেতু এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে”।</p> <p>গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখ অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ</p> <p>(১) উক্ত বিষয়টির কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করার সুপারিশ গৃহীত হয়।</p> <p>(২) “Public Procurement Rules”(PPR) বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।</p> <p>(৩) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ মতে CPTU এর মতামতের জন্য প্রেরণ করা হলে CPTU নিম্নরূপ মতামত দেন। CPTU এর মতামত- “সরকারী ক্রয়ে ক্রয়কৃত পণ্য/কার্য/অবকাঠামো নিষ্পত্তি/বিক্রয় সম্পর্কিত কোন বিধান পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮এ অন্তর্ভুক্ত নেই বিধায় এ বিষয়ে সিপিটিইউ থেকে কোন মতামত প্রদানের অবকাশ নেই মর্মে জানানো হয়েছে।</p> <p>৩। এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়।</p> <p>(ক) নিলামে বিক্রয়কৃত মালামালের ৩৩.৭৩% মালামাল অপসারণ করা হয়েছে মর্মে বাজার সার্কেল হতে মতামত দেয়া হয়েছে সেহেতু আনুপাতিক হিসেবে উক্ত ৩৩.৭৩% মালামালের মূল্য বাবদ ২১,৯২,৬২০/- টাকা বাদে অবশিষ্ট (৬৫,০০,৫০৫-২১,৯২,৬২০)= ৪৩,০৭,৮৮৫/- টাকা কর্পোরেশন তহবিল হতে নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা যেতে পারে। সেই সাথে বর্ণিত দরপত্রটি বাতিল ঘোষণা করা যেতে পারে এবং মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন সমূহ নিষ্পত্তির পর পরবর্তীতে নিলামে বিক্রয়/ অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</p> <p>(খ) ১৫% হারে মূল্যসংযোজন কর (ভ্যাট) বাবদ ৯,৭৫,০৭৫/- টাকা এবং ৩% হারে আয়কর বাবদ ১,৯৫,০১৫/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থের ৬৬.২৭% কর্পোরেশন তহবিল হতে ফেরত প্রদান করার কোন অবকাশ নেই মর্মে জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।</p> <p><u>উপর্যুক্ত প্রস্তাবদ্বয় সদয় বিবেচিত হলে-</u></p> <p>নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের দায়েরকৃত মানি মোকদ্দমা</p>		

2015

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>নং ১১/২০১২, তার নিজ খরচে উত্তোলন করার জন্য পত্র দেয়া যায়। মামলা উত্তোলনের পরে সার্টিফাইড কপি সহ অর্থ ফেরতের আবেদন করা হলে অর্থ ফেরতের জন্য পুনরায় নথি উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করা হয়।</p> <p>পরবর্তীতে বিষয়টি দীর্ঘদিনের পুরাতন সমস্যা। পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ তৈরী করে নথিটি বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় কর্তৃক গত ২২/০৮/২০১৬ ইং তারিখে নথিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে বিষয়টি ১১তম কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করার জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।</p> <p>নিলামে বিক্রয়কৃত মালামালের ৩৩.৭৩% মালামাল অপসারণ করা হয়েছে মর্মে বাজার সার্কেল হতে মতামত দেয়া হয়েছে সেহেতু আনুপাতিক হিসেবে উক্ত ৩৩.৭৩% মালামালের মূল্য বাবদ ২১,৯২,৬২০/- টাকা বাদে অবশিষ্ট (৬৫,০০,৫০৫-২১,৯২,৬২০)= ৪৩,০৭,৮৮৫/- টাকা কর্পোরেশন তহবিল হতে নিলাম প্রকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জেস চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা যেতে পারে। সেই সাথে বর্ণিত দরপত্রটি বাতিল ঘোষণা করা যেতে পারে এবং মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন সমূহ নিষ্পত্তির পর পরবর্তীতে নিলামে বিক্রয়/ অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রধান প্রকৌশলী জানান নিলাম গ্রহীতা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করছেন বিধায় মানবিক বিবেচনায় বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে মিমাংসা করা প্রয়োজন। টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত পোষন করেন।</p>		
০৯.	<p>বিবিধঃ</p> <p>(১) বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়ক ও বাইলেন সমূহে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা, টং ঘর, দোকান ঘর, বাজার, বসত বাড়ী ইত্যাদি উচ্ছেদকরণ প্রসংগে।</p>	<p>ডিএনসিসি'র অধিকাংশ সড়কের ফুটপাথ ও বাইলেন সমূহে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের অবৈধ স্থাপনা রয়েছে, যা অঞ্চল পর্যায়ে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে ডিএনসিসি'র ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে রাস্তা, ফুটপাথ ও সারফেস ড্রেন উন্নয়ন খাতের কাজসহ মেগা প্রকল্পের কাজ অচিরেই শুরু হবে। কাজগুলি শুরু হওয়ার পূর্বেই উক্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা না হলে উন্নয়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।</p> <p>বিধায় ডিএনসিসি'র উন্নয়ন কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করার নিমিত্তে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতায় অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম দ্রুত আরম্ভ করা প্রয়োজন।</p> <p>মাননীয় মেয়র বলেন, এখন পর্যন্ত ডিএনসিসি নিজস্ব জায়গা উদ্ধারে কোন ছাড় দেয় নাই। কেউ কেউ ডিএনসিসি'র জায়গা ৩০-৪০ বছর যাবৎ দখল করে রেখেছে। ডিএনসিসি প্রথমত: আলোচনার মাধ্যমে ডিএনসিসি'র জায়গা ফেরত চাচ্ছে পরবর্তীতে প্রয়োজন বোধে উচ্ছেদ করা হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৯৬% রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গত বছরের চেয়ে দ্বিগুন কাজ করা হবে। মাননীয় মেয়র আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে সভা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন আগামী ১ মাসের মধ্যে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ স্ব-স্ব এলাকার কোন কোন রাস্তা বা ড্রেনের কাজ হবে তার তালিকা দিবেন এবং বর্ণিত রাস্তা বা ড্রেন দখলমুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে লিখিত দিবেন। প্রধান প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে আলোচনা করে উন্নয়নকাজের সিডিউল করবেন।</p> <p>মিরপুর বিহারী ক্যাম্প এলাকায় রাস্তার জন্য জমি উদ্ধারে বিষয়ে ওয়ার্ড-৫ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব আব্দুর রউফ জানান, ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন করা হলে তার জমি ছাড়তে রাজি হয়েছেন। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র বলেন, তিনি আগামী ১০ দিনের মধ্যে ওয়ার্ড-৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাম্মের চৌধুরী'কে সাথে নিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।</p>	<p>১। ডিএনসিসি'র রাস্তা ও জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে তার তালিকা প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে গ্রহণ করে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ নিজ নিজ এলাকা অপদখলমুক্ত করবেন।</p> <p>২। অপদখল মুক্ত করার পর সংশ্লিষ্ট রাস্তা ও জমিতে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে।</p> <p>৩। আগামী ১ মাসের মধ্যে অপদখলমুক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কোন এলাকার রাস্তা বা জমির অপদখল মুক্ত করতে বিলম্ব হলে সে এলাকার উন্নয়ন বরাদ্দ অন্যত্র প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তর করা হবে।</p> <p>৪। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ অপদখলমুক্ত করণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।</p>	<p>১। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ</p> <p>২। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা</p> <p>৩। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)</p> <p>৪। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)</p>

2015

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			৫। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে সভা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় মেয়র সভায় সভাপতিত্ব করবেন।	
			৬। আগামী ১০ দিনের মধ্যে ওয়ার্ড-৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বিহারী ক্যাম্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন। মাননীয় মেয়র পরিদর্শনের সময় উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন।	
	(২) স্থায়ীভাবে Car মুক্ত রাস্তা		পরবর্তী সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	
	(৩) বিশেষ বিশেষ রাস্তায় Car মুক্ত দিবস		পরবর্তী সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	
	(৪) হর্ষ মুক্ত দিবস		পরবর্তী সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-  
আনিসুল হক  
মেয়র  
ও  
সভাপতি  
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

তারিখ-২৬/১০/২০১৬

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬-২৭১৮

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-...../সংরক্ষিত আসন নং.....।
- ২) বিভাগীয় প্রধান.....।
- ৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল.....।
- ৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
- ৭) অফিস কপি।

২৬/১০/২০১৬  
(মোঃ মবারকুল ইসলাম)  
সচিব (উপসচিব)  
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন